দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 01 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

উচ্চশিক্ষায় বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা জরুরী

দেশে উচ্চশিক্ষায় বিরাজমান বিশৃঙ্খলা অব্যাহত রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় বিরাজমান অরাজকতা ও শিক্ষাবাণিজ্য দূর করতে গিয়ে সরকার আরও জটিলতা সৃষ্টি করেছে। মনে করা হচ্ছে, আইন প্রণয়নের নামে বেসরকারী পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় বাণিজ্যের সুযোগ আরও অবারিত করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশের উচ্চশিক্ষায় আশি ভাগ নিয়ন্ত্রণকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের নামে আরও স্থবিরতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার দ্বার উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে। প্রকাশিত এ সংক্রান্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, গৃহীত উদ্যোগের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, সেশনজট, সর্বোপরি নিম্নমানের শিক্ষা প্রদান ত্বরান্বিত হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য শিক্ষা উপদেষ্টাকে আহ্বায়ক করে ২২ সদস্যের যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, ভালভাবে কাজ শুরু করার আগেই গত রোববার তার মেয়াদ শেষ হয়েছে।

সঙ্গত কারণে এবং বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উঠেছিল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর চাপ কমানো, সেশনজট এড়িয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যই মূলতঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পক্ষে দেশের সুধী মহল অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখন দেশের উচ্চশিক্ষার মান সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান একটি দৈনিককে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটেছে, কিন্তু মান বাড়েনি। উচ্চ শিক্ষার মানের বিষয়টি নিয়ে আমরা রীতিমত চিন্তিত। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক চিত্র অনেক দিন থেকেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন মহল থেকেও উচ্চারিত হচ্ছে। এটা মনে করা হয়েছিল যে, দেশের ভবিষ্যত এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে সরকার মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু ২৪ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদে চূড়ান্তকৃত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সম্পর্কে সকলেই হতাশা ব্যক্ত করেছেন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিয়ে যে সব ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, অধ্যাদেশের ফলে সেগুলো আরও আস্কারা পাবে। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আউটার ক্যাম্পাস স্থাপন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস দেশে স্থাপন এবং দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালু থাকার সুযোগ শিক্ষাবাণিজ্য বৃদ্ধির আশঙ্কাকে তীব্রতর করেছে। ঢাকার বাইরে উচ্চ শিক্ষার সাথে প্রতারণা, প্রলোভন ও অপপ্রচারের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে বলে মনে করা হয়। শিক্ষার মান নয়, যেনতেন উপায়ে সনদ দেয়া এবং অর্থ উপার্জনই হচ্ছে এই কথিত উচ্চ শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের মূল উদ্দেশ্য। এমন অভিযোগও রয়েছে যে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে; আবার কোন কোনটি চলছে শুধুই ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে। এগুলোর শিক্ষার গুণ, মান দেখভাল করার কেউ নেই। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শুধু সংবাদ মাধ্যমে দেয়া লোভনীয় ও সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ না হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে ভর্তি হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিদ্যমান এ অবস্থায় উপদেষ্টা পরিষদের চূড়ান্তকৃত অধ্যাদেশটি নতুন করে বিচার বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উল্লেখ্য, অনুমোদিত অধ্যাদেশটি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানও বলেছেন, তাদের খসড়ায় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা নিয়ে হেলাফেলা করার কোন সুযোগ নেই। একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা মেটাতে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসারের কোন বিকল্প নেই। কেবলমাত্র সার্টিফিকেটধারী হয়েই এই চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। সে কারণেই পাবলিক বা জাতীয় ও বেসরকারী পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষিত মান রক্ষিত হয়, সেদিকে নজর দেয়া জরুরী। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ শিক্ষানুরাগীদের হতাশ করেছে। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গঠিত কমিটিও এখন পর্যন্ত তাদের কাজ পুরোদমে শুরু করতে পারেনি। এই কমিটির একটি উপ-কমিটির প্রধান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিএা জানিয়েছেন, তড়িঘড়ি করে কাজ শেষ করার চেয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা জরুরী। দেশের উচ্চ শিক্ষার আশি ভাগ নিয়ন্ত্রণকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গতিশীলতা আনয়নে দ্রুততার চেয়ে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নেয়াই সঙ্গত। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এই কমিটির আহ্বায়ক স্বয়ং শিক্ষা উপদেষ্টা। নির্বাচনের পর নতুন সরকার আসবে। সুতরাং সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খল পরিবেশ ও বাণিজ্য দূর করে মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট সবাই কাজ করবেন বলে জনগণ প্রত্যাশা করে।